উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ভূমিকা রাখতে চাই

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা যেমন নিষ্পেষিত তেমনি রাষ্ট্র কর্তৃকও অবহেলিত দলিত সম্প্রদায়। বাংলাদেশের সংবিধান সকল নাগরিকের সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করলেও দলিত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে তার প্রয়োগে অনেক বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। জন্মগত ও পেশাগত কারণেই তাদের মূল জনস্রোত থেকে আলাদা করে রেখেছে। স্থানীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলিত যুব সমাজের অংশগ্রহণ নাই বললেই চলে।

অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দলিত যুবসমাজ মূল ধারার সাথে তাদের সম্পৃক্ত করতে পারেনা বা সম্পৃক্ত হতে দেওয়া হয় না। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌর পরিষদের মত তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কমিটি গুলোতেও দলিত যুব সমাজের কোন প্রতিনিধি থাকে না।

বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার প্রয়োগ, শিক্ষা গ্রহণ, চাকরি বা ব্যবসাসহ স্থায়ী ভাবে বসবাসের অধিকার থাকলেও অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী হয়ে বেঁচে থাকতে হয় দলিতদের। এই বৈষম্যের শিকার হয়ে দলিত যুব সমাজের মধ্যে এক ধরণের মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। কেউ বিপথে পা বাড়াই আবার কেউ উন্নত জীবনের স্বপ্ন দেখে। কেউ কেউ একত্র হয়ে নিজেদের গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জীবন মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করে।

গাংনী উপজেলায় আছে একটি উন্নয়ন সংস্থা যার নাম ‘দলিত হরিজন উন্নয়ন সংস্থা’। সেখানে সভাপতি হিসেবে অশোক চন্দ্র বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে সাধন কুমার দাস নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

সভাপতি অশোক চন্দ্র বিশ্বাস জানান, হরিজনদের উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে-দলিত হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরা, অল্প শিক্ষিতদের কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া, নিরক্ষরদের বিভিন্ন হাতের কাজ সেখানো ও তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা করা, মহিলাদের বিভিন্ন কর্মমুখী শিক্ষা লভের সুযোগ করে দেওয়া, বাল্য বিবাহের সকল কুফল বর্ণনা ও রোধের

করতে হবে।

স্থানীয় উন্নয়ন ভাবনায় দলিত যুব সমাজের অংশ গ্রহণ প্রশ্নে মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন (ধুমকেতু) বলেন, অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব তাদের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করা। একই সাথে সিভিল সোসাইটির ব্যক্তিবর্গকে এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে। উৎপাদনের মূলধারা কৃষি কাজে দলিত জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

গাংনীতে সড়ক কাঁপাচ্ছে মাটি বোঝাই ট্রাক্টর

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার ৮নংধানখোলা ইউপি জুগিন্দা, বাগুদা টেপা সহ কয়েটি গ্রামে চলাচলের রাস্তা দিয়ে সকাল ৭টা থেকে সন্ধা ৭টা পর্যন্ত মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর চলাচলের কারনে এতদা অঞ্চলের দুবিসহ জীবন যাপন করিতেছে গ্রামবাসীরা।

জুগীন্দা চায়ের দোকানদার মকলেছুর জানান প্রতিদিন প্রায় ৩০টি ইটভাটা মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর একটি রাস্তা দিয়ে চলাচলের কারনে আমার ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে।

জুগীন্দা জামে মসজিদের মুসুল্লিরা জানান এই গ্রামে ২টি মসজিদ রাস্তা পার্শে হওয়ার কারনে মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর শব্দের কারনে নামাজ কালাম পড়াই বিঘ্নীত হয়।

পথচারী আমজাদ,আবুল কালাম, আব্দুর রহমান, সহ শত শত মানুষের অভিযোগ মাটি বোঝাই ট্রাষ্টর কারনে শিশু কিশোরদের বাড়ীতে বের হতে পারছেনা।

অতিরিক্ত ধুলাবালি ও দুরঘটনার ভয়ে কারনে শিশু কিশোরদের মনে উপর বিরুপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। বাড়ী ঘরে জিনিসপত্র ধুলাবালিতে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

৮নং ধানখোলা ইউপি চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান বলেন ধানখোলা ইউপি

বিভিন্ন গ্রামের রাস্তা ইটভাটার মাটি বহনের ট্রাষ্টর মালিকদের দখলে জনসাধরনের চলাফেরা কোন রকম ব্যবস্থা নেই এবং তিনি আরো জানান বিগত আইন শৃস্খলা মিটিং বিষয়টি আমি উত্থাপন করে ছিলাম।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করিলে মোবাইল ফোন রিসভ করেনি।

শান্তি ও সম্প্রীতির গাংনী পৌরসভা করার লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে নবনির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শান্তি ও সম্প্রীতির গাংনী পৌরসভা করার লক্ষ্যে শনিবার দুপুরে ফ্যাসিলেটর গ্রুপ পি এফ জির আয়োজনে মহিলা কলেজের সভা কক্ষে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন পিএফজির মাষ্টার টেইনার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মোঃ সিরাজুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত পৌর মেয়র আহমেদ আলী, গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান, বামুন্দী ইউপি চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, সুজন সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রশিদ, বীরমুক্তিযোদ্বা মোজাম্মেল হোসেন, পিএফজির কো অর্ডিনেটর প্রভাষক মহিবুর রহমান মিন্টু ও নবনির্বাচিত কাউন্সিলর বৃন্দ।

এসময় হাঙ্গার প্রজেক্টের এলাকা সমন্ন্নয়কারী, হেলাল উদ্দীন, পিএফজির সদস্য জুলফিকার আলী কানন, আজিজুল হক রানু, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আমিনুল ইসলাম সেন্টু, পিএফজির সদস্য জুবায়ের সাকিব বাপ্পি,জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি সাজেদুর রহমান

বিপ্লব,ছাত্রনেতা নাঈম ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ২৬ পরিবারে বইছে ঈদের আনন্দ

এম এফ রুপক/শাকিল রেজা:
বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঘোষিত মুজিব বর্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার হিসেবে একসঙ্গে ঘর পেল প্রথম ধাপে মেহেরপুরের তিন উপজেলায় ২৬ জন ভ’মিহীন-গৃহহীন পরিবার। শনিবার তিন উপজেলা পরিষদ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুবিধাভোগীদের হাতে ঘরের কাগজ ও চাবি তুলে দেওয়া হয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালি উদ্বোধনের মাধ্যমে বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, খুলনার বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয় এসব আধা পাকা ঘর ও জমি। সারা দেশে প্রথম ধাপে ঘর জমিসহ ঘর পেয়েছে ৬৯ হাজার ৯শ ৪ পরিবার।

প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেয়ে তাদের চোখে-মুখে যেন খুশির ঝিলিক। এ যেন ঈদের আনন্দকেও হার মানাবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তারা বলেন, নিজের একটি পাকা ঘর ও ভূমি হতে পারে তা আমরা আগে কখনও ভাবিনি। এটিই বিশ্বে গৃহহীন মানুষকে বিনামূল্যে ঘর করে দেওয়ার সবচেয়ে বড় কর্মসূচি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, গৃহহীন-ভূমিহীনদের ঘর করে দেওয়ার এত বড় কর্মসূচি পৃথিবীতে আর একটিও নেই। এর মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস গড়লো বাংলাদেশ। দেশে ভূমিহীন ও গৃহহীন অসহায় মানুষদের মধ্যে যাদের ভূমি নেই তাদের সরকারের খাস জমি থেকে ২ শতাংশ ভিটে এবং ঘর দিচ্ছে সরকার। যাদের ভিটে আছে ঘর নাই তাদের ঘর দিচ্ছে সরকার। প্রতিটি ঘর দুই কক্ষ বিশিষ্ট। এতে দুটি রুম ছাড়াও সামনে একটি বারান্দা, একটি টয়লেট, একটি রান্নাঘর এবং একটি খোলা জায়গা থাকবে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মুজিবনগর উপজেলা সম্মেলন কক্ষে

পাড়ার আবু হোসেনের স্ত্রী হালিমা খাতুন, দিঘির পাড়ার আবুল হোসেনের স্ত্রী টুনি খাতুন, দিঘির পাড়ার রাইহানের স্ত্রী লাভলী খাতুন, স্টেডিয়াম পাড়ার ইসমাইল হোসেনের স্ত্রী ফরিদা পারভীন, বেড়পাড়ার জাহাঙ্গীর আলমের স্ত্রী মজিরন খাতুন,

গাংনী উপজেলার, কাজিপুর গ্রামের জহুর আলীর ছেলে ছহির উদ্দিন, কাজিপুর গ্রামের যমুনা খাতুন, কাজিপুর গ্রামের ফেরদৌসি খাতুন, নিশিপুর গ্রামের তহমিনা খাতুন, জুগীরগোফা গ্রামের মৃত নিয়াত আলীর স্ত্রী হাজেরা খাতুন, চেংগাড়া গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে জিন্নাত আলী,

মুজিবনগর উপজেলার, মহাজন পুর গ্রামের ফজিলা খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের ওশিন খাতুন, মহাজনপুর গ্রামের দাসী খাতুন ও মহাজনপুর গ্রামের খইরন নেছা।

মেপ্র/এমএফআর

মাদক বহনে ব্যবহৃত হচ্ছে শিশুরা!

এম এফ রুপক:
মরণনেশা ইয়াবা, গাঁজা, ফেন্সিডিল, ভারতীয় বিভিন্ন ব্র্যান্ড্রের মদসহ বিভিন্ন মাদক বহন করা হচ্ছে অভিনব কৌশলে। বহনকারী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে স্কুল পড়ুয়া কিশোরদের। সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার দুরে গিয়ে কিশোরদের হাত বদল হয়ে যাচ্ছে আরেক বহনকারীর হাতে। এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকায় ভাড়া করা হচ্ছে এইসব স্কুল পড়ুয়াদের। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ায় অনেকটা অভাবের তাড়নায় এই পথে পা বাড়াচ্ছে তারা। রাতের আধারে বিজিবি বা অন্য কোন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহীনির চোঁখ ফাঁকি দিয়ে খুব সহজেই নির্দিষ্ট গন্তব্যে মাদক পৌছে দিচ্ছে কিশোররা। মাঝে মধ্যে বিজিবি’র তাড়া খেয়ে মাদক ফেলে পালিয়েও যাচ্ছে তারা।

এ নিয়ে অনেক সময় বহন খচর নিতে ঝামেলাও হয়েছে বলে জানিয়ে এক

কিশোর। গাংনীর সীমান্তবর্তী এলাকা কাজীপুর, তেতুলবাড়িয়া, রংমহল, খাস মহল মাদক চালানের নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।

খাস মহলের ৮ম শ্রেণীতে পড়ুয়া রাসেল (ছদ্ম নাম) জানান, সীমান্তের কাঁটাতার থেকে এক কিলোমিটার মতো দুরে নিদিষ্ট স্থানে মাদক দিয়ে আসতে পারলেই এক থেকে দেড় হাজার টাকা পাওয়া যায়। আমি সহ আমার তিন জন বন্ধু বেশ কয়েকদিন বহন করে দিয়েছি। এক দিন দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে বলে ৫’শ টাকা দেয়।

এ নিয়ে তাদের সাথে ঝামেলা হয়। তারপর থেকে আর বহন করি না। কিন্তু এখন রাতে বাড়িতে ঘুমানোর সাহস হয় না। কারা এই টাকা দেয় জানতে চাইলে রাসেল বলে, মোবাইলের মাধ্যমে কথা হয়। মাঝে মধ্যে গ্রামেরই কেউ কেউ টাকা দেয়।

খাস মহলের ১৭ বছরের অটো চালক সালমান (ছদ্ম নাম) জানান, আমাদের বয়সি বা আমাদের চেয়ে কম বয়সি গ্রামের বেশ কয়েকজন মাদক বহনের সাথে জড়িত। প্রতি ১’শ বোতল ফেন্সিডিল কাঁটাতার থেকে গ্রামের মধ্যে আনতে পারলে এক হাজার টাকা দেওয়া হয়। কোন কোন উৎসবের সময় চাহিদা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে বহন খরচ আরও বেশি দেওয়া হয়। আমাদের শুধু জায়গা বলে দেওয়া হয়। ওপার থেকে সেই জায়গায় আগে থেকেই মাদক ফেলে রাখে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা।

মাদক বহন করতে গিয়ে অনেকেই এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। এমনি একজন খাসমহল গ্রামের মাদকাসক্তের বোন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আমার ভাই নতুন ৯ম শ্রেণীতে উঠলো। মাঝে মধ্যে আমাদের অজান্তেই মাদক বহন করতো। এভাবে বহন করতে গিয়ে সে এখন মাদকাসক্ত হয়ে গেছে। প্রায় প্রতি রাতেই গাঁজাসহ বিভিন্ন মাদক সেবন করে বাড়ি ফেরে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল মান্নান বলেন, সীমান্ত এলাকায় এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমাদের জনবল কম থাকায় হয়তো অনেক কিছু এড়িয়ে যায়। সীমান্ত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে মাদক সংক্রান্ত সচেতনতা মূলক প্রচার ও সমাবেশ করার উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে করে শুধু শিশুরাই না, কেউই যেন মাদকের সাথে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী জানান, এই ধরণের কোন তথ্য আমাদের কাছে এখনো আসেনি। তবে সীমান্ত এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আমাদের সুযোগ্য পলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলীর স্যারের নেতৃত্বে জেলা পুলিশ থেকে সীমান্ত এলাকায় ইতিমধ্যে মাদক

সচেতনতামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মাদক নির্মূলের ক্ষেত্রে আমরা সবসময় সোচ্চার আছি। ইতিমধ্যে বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজাও হয়েছে। তবে শিশুরা যেন মাদকের সাথে যুক্ত না হয় সেজন্য প্রয়োজনে আমরা ঐ সমস্ত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বেশি বেশি মাদক সচেতনতামূলক অভিযান চলাবো।

গাংনীর সাবেক ওসি ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

মেহেরপুরের গাংনী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হরেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা রানী অধিকারীর বিরুদ্ধে তিন কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে এনে পৃথক দুটি মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

মঙ্গলবার দুপুরে কুষ্টিয়া দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মো. নাছরুল্লাহ হোসাইন বাদী হয়ে মামলা দুটি করেন।
একটি মামলার আসামি হলেন গাংনী থানার সাবেক ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার (৫৩)। আরেকটি মামলার আসামি হলেন ওসির স্ত্রী কৃষ্ণা রানী অধিকারী। তাঁদের বাড়ি সাতক্ষীরার আশাশুনি বাশীরামপুর গ্রামে। হরেন্দ্রনাথ সরকার বর্তমানে রাঙামাটি পিএসটিএসের পরিদর্শক।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার অবৈধভাবে ২ কোটি ৮৭ লাখ ৫৭ হাজার ৭৮৪ টাকা আয় করেছেন। এই টাকার কোনো ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি। একইভাবে তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণা রানী অধিকারী ৩২ লাখ ৮০ হাজার ৭০৪ টাকার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। ২০০৪ সালের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের ২৬(২) ও ২৭(১) ধারা এবং ২০১২ সালের ৪(২) ও ৪(৩) এর মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের মামলা দুটি রুজু হয়।

মামলার বাদী কুষ্টিয়া দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের উপসহকারী পরিচালক মো. নাছরুল্লাহ হোসাইন বলেন, আইন মোতাবেক আসামিদের

গাংনীতে ১০টি ইটভাটায় ৬০ লাখ টাকা জরিমানা

কাঠপোড়ানো ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকায় মেহেরপুরের গাংনীতে পৃথক ১০টি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়ে ৬০ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। মঙ্গলবার দিনভর এ অভিযান চালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের ভ্র্যাম্যমাণ আদালতের একটি বিশেষ টিম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, অধিকাংশ ইট ভাটায় পোড়ানো হচ্ছে কাঠ, নেই পরিবেশ অধিদপ্ততরের ছাড়পত্র। তাছাড়া জনবহুল এলাকায় ইটভাটা প্রস্তুত ও আবাদী জমিতে ইটভাটা স্থাপনের কারণে অভিযান চালানো হয়। জরিমানা করার পাশাপাশি ইটভাটার গুলোর বেশ কিছু অংশ এক্স-কাভেটর মেশিন দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়।

এ অভিযানে পুরাতন মটমুড়া নামক স্থানে তমা ব্রিক্স এর মালিক তোফাজ্জেল হোসেনকে ৭ লাখ টাকা, এমভি জোয়ার্দ্দার ব্রিক্সের মালিক আরাফুল ইসলামকে ৬ লাখ টাকা, শুকুরকান্দির সমতা ব্রিক্সের মালিক মনিরুজ্জমান ৮ লাখ টাকা, রুপসা ব্রিক্সের মালিক আনোয়ার পারভেজকে ৭ লাখ, থ্রী স্টার ব্রিক্সের মালিক জালাল উদ্দিনকে ৪ লাখ, বস ব্রিক্সের মালিক মহম্মদপুরের সবুজকে ৪ লাখ, বেস্ট ব্রিক্স এর মালিক রফিকুল ইসলামকে ৫ লাখ, এবং একতা ব্রিক্স এর মালিক মটমুড়া গ্রামের খবিরুদ্দীনকে ৬ লাখ, এবং ভিশন ব্রিক্সের মালিক সেলিম উদ্দিনকে ৭ লাখ টাকা,জনতা-আবুল হাশেমকে-৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আদালত পরিচালনা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট আবু হাসান। এসময় পরিবেশ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জোনের উপ-পরিচালক আতাউর রহমান, র্যাব-৬ এর ডিএডি শফিকুল ইসলাম, ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন মাস্টার ইসাহাক আলীসহ পুলিশের একটি টিম উপস্থিত ছিলেন।

ছিল। দুপুরের পর বিক্রি হয়ে আমার ভোট আর নেই। দেখছি হাজারের নোট সবার পকেটে পকেটে চলে গেল আর আমার ভোট উল্টে গেল। এতে মানুষের মনোভাব আমি বুঝতে পেরে আমি ভোট না করার তওবা করলাম। বুঝলাম ভালো লোকের জন্য ভোট না।

এদিকে মোকলেছুর রহমানের ভাইরাল ভিডিও নিয়ে এখন এলাকায় নানা আলোচনা সমালোচনা চলছে।

প্রসঙ্গত, ৬নং ওয়ার্ডে কাউন্সিলর পদে ফাইল ক্যাবিনেট প্রতীকে নাছির উদ্দীন ৩৩৪ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। বর্তমান কাউন্সিলর নবীর উদ্দীন (ডালিম) ৩১৭ ভোট, রবিউল ইসলাম (গাজর) ২৬৩ ভোট, মোকলেছুর রহমান (টেবিল ল্যাম্প) ১২৫ ভোট, আজির উদ্দীন (স্ক্রু ড্রাইভার) ৯৫ ভোট ও মনিরুজ্জামান (পানির বোতল) ৮৬ ভোট পেয়েছেন।

গাংনী পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র আহম্মেদ আলীর সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়

গাংনী পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র আহম্মেদ আলীর সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী প্রেসক্লাবে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

গাংনী প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রভাষক রমজান আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী।

এসময় বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক, সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, আর টিভি’র জেলা প্রতিনিধি মাজেদুল হক মানিকের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব আলম।

এসময় উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, জেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশারফ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবুসহ গাংনী প্রেসক্লাবের সকল সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কাউন্সিলর হলেন একই পরিবারের তিন নারী

গাংনী পৌরসভা নির্বাচনে একই পরিবারের তিনজন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন।

নির্বাচিতরা হলেন ১, ২, ৩ নম্বর ওয়ার্ডের ফিরোজা খাতুন, ভোট সংখ্যা ৪, ৫, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মামাত ভাইয়ের বউ ঝর্ণা খাতুন এবং ৭, ৮, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাজেদা খাতুন।

এদের মধ্যে ফিরোজা খাতুন ও সাজেদা খাতুন সহোদর বোন এবং ঝর্ণা খাতুন তাদের মামাত ভাইয়ের স্ত্রী।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের সদস্য মজিরুল ইসলামের দু ভাগ্নে ও একজন ভাগ্নের স্ত্রী।

এবিষয়ে মজিরুল ইসলাম জানান, ফিরোজা খাতুন ও সাজেদা খাতুন আমার বোনের মেয়ে এবং ঝর্ণা খাতুন ভাগ্নের স্ত্রী।

গাংনী পৌরসভার সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলর তিনজনেই এক পরিবার থেকে নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানান তিনি। এদিকে নির্বাচিতদের বিভিন্ন মহল থেকে অভিনন্দন ও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হচ্ছে।

নবনির্বাচিত মহিলা কাউন্সিলর ঝর্ণা বেগম বলেন, মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্মানিত করেছেন। আমার ৪, ৫,ও ৬ নং ওয়ার্ডের সকল ভোটার ও সর্বসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। আমাদেরকে

সম্মানিত করায় সর্বদা পৌরবাসীর সুখে দুঃখে পাশে থাকতে পারি তার জন্য দোয়া ও সহযোগীতা কামনা করেন এ নারী প্রতিনিধি।

উপজেলা নির্বাচন অফিস সুত্রে জানাগেছে, ঝর্ণা বেগম পেয়েছেন ১৫০৫ ভোট, সাজেদা খাতুন পেয়েছন ১৫২৭ ভোট এবং ফিরোজা খাতুন ২৪৫২ ভোট পেয়ে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হয়েছেন।